

মুখ্লিস হোন

খালিদ উমার

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। দুর্দণ্ড ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের উপর এবং তার পরিবারবর্গ, সাহাবাগণ ও যারা তাঁর সাথে বন্ধুত্ব রাখে তাদের উপর।

অতঃপর:

সকলেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই হাদিসটি সর্বদা বলে থাকেন:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزَّبِيرِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفِيَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصِ الْلَّيْنِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ . رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . عَلَى الْمِئِرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْيَتَاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرَئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ"

"আলকুমাহ ইবনু ওয়াকাস আল-লায়সী রহিমান্নাহ থেকে বর্ণিত-

আমি 'উমর ইবনুল খাতাব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মিশারের উপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছিঃ আমি আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছিঃ কাজ (এর প্রাপ্য হবে) নিয়ত অনুযায়ী। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। তাই যার হিজরত হবে ইহকাল লাভের অথবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে- তবে তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই হবে, যে জন্যে, সে হিজরত করেছে।" (সহিহ বুখারী ৫৪, ২৫২৯, ৩৮৯৮, ৫০৭০, ৬৬৮৯, ৬৯৫৩; মুসলিম ২৩/৮৫ হাঃ ১৯০৭, আহমাদ ১৬৮)

(আধুনিক প্রকাশনীঃ ১, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ১)

এমনকি সাধারণ মুসলমানগণও এই গুরুত্বপূর্ণ হাদিসটি ব্যাপকভাবে বলে থাকেন। এটাকে উলামায়ে কেরাম সার্বজনীন হাদিসগুলোর মধ্যে গণ্য করেন।

ইমাম বুখারী রহিমান্নাহ তার সহিহ এর অনেক স্থানে এটা পুনরাবৃত্তি করেছেন। এমনকি তার কিতাবের সূচনা করেছেন এই হাদিসের মাধ্যমে। এটা করেছেন মুসলমানদের জীবনে এই হাদিসের গুরুত্ব ও মর্যাদার কারণে।

আমরা জানি যে, মানুষের কোন কাজই নিয়ত ছাড়া হয় না। নিয়ত ছাড়া কোন কাজ করা মানুষের পক্ষে সন্তুষ্ট না।

যেমন ইবনুল কায়িম রহিমান্নাহ বলেছেন:

"কেউ যদি নিজের ঐচ্ছিক কাজগুলোকে নিয়তমুক্ত করতে চায়, তাহলে এটা পারবে না। যদি মহান আল্লাহ মানুষকে নিয়ত ছাড়া নামায ও ওয়ু করার দায়িত্ব দিতেন, তাহলে এটা এমন জিনিসের দায়িত্ব চাপানো হত, যা সামর্থ্যের বাইরে, সাধ্যের বাইরে।" অনেক সময় একই কাজ অনেক মানুষ করে, কিন্তু তাদের নিয়তের মধ্যে পার্থক্য থাকে। এখানেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই হাদিসটির কার্যকারিতা দেখা যায়- "প্রত্যেক ব্যক্তি যা নিয়ত করেছে, তাই পাবে।"

সুতরাং হে মুসলিম ভাই!

আপনি যত নেক আমল করবেন, তাতে আপনার পুরক্ষার হবে ওই কাজে আপনার আল্লাহর প্রতি ইখলাস বা একনিষ্ঠতার হিসাবে। নেক আমল আল্লাহর নিকট কবুল হওয়া- উক্ত কাজে আপনার আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতা এবং রাসূলের সুন্নাহ অনুসরণের উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةَ رَبِّهِ أَحَدًا

"সুতরাং যে নিজ রবের সঙ্গে সাক্ষাতের আশা রাখে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং নিজ রবের ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক না করে।"

(সূরা কাহফ ১৮:১১০)

সুতরাং হে মুসলিম!

আপনি কি চান, আপনার ইখলাস-একনিষ্ঠতার মধ্যে কোনরূপ ক্রটি থাকার কারণে আপনার আমল ব্যর্থ হয়ে যাক বা আপনার

পুরক্ষার কমে যাক?!

হে প্রিয় মুজাহিদ ভাই,

এই প্রশ্নটি আমি বিশেষভাবে আপনাকে করছি। কারণ আপনি পরিবার ও প্রিয়জনদের ছেড়ে এসেছেন। আপনি বৈশিক তাগুতগোষ্ঠী এবং তাদের দোসরদের সাথে শক্রতা প্রদর্শন করেছেন। আপনি মন্দ আলেম এবং যারা নিজ পথদ্রষ্টায় নিমজ্জিত হয়ে আছে, তাদের বিরোধিতা করছেন। তাই সাবধান! সাবধান!! শয়তান যেন আপনার নিকট এই দরজা (নিয়তের দরজা) দিয়ে না আসে।

জেনে রাখুন, জিহাদের মধ্যে থাকাকালীন সময়ে এই দরজা (নিয়তের দরজা) দিয়ে যে সকল প্রতিবন্ধকতাগুলো আসে, তা বহুবিধ। তন্মধ্যে কয়েকটি হল: নেতৃত্বের লোভ, প্রসিদ্ধি, গনিমত, প্রদর্শনের ইচ্ছা, সমশ্বেণীর লোকদের প্রতি হিংসা, অহংকার, অন্যদের হীনদৃষ্টিতে দেখা ইত্যাদি। এছাড়াও আরো অনেক প্রতিবন্ধকতা আছে, যেগুলো আপনার মধ্যে চুকে গেলে, তা আপনার জিহাদকে নষ্ট করে দিবে এবং আপনার আমলকে বাতিল করে দিবে। আল্লাহ আমাকে এবং আমাদের সবাইকে এ থেকে রক্ষা করুন।

এক্ষেত্রে আপনার জন্য এ হাদিসটিই যথেষ্ট, যা ইমাম মুসলিম রহিমাল্লাহ “অধ্যায়: যে ব্যক্তি প্রদর্শন ও সুখ্যাতির জন্য যুদ্ধ করবে, সে জাহানামের অধিকারী হবে” এর অধীনে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: আমি রাসূলুল্লাহকে বলতে শুনেছি:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حِبْبٍ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْحٍ، حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ تَقَرَّقَ النَّاسُ عَنْ أَبِيهِ هُرِيْرَةَ، فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ أَهْلِ الشَّامِ أَبْيَهَا الشَّيْخُ حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوْلَ النَّاسِ يُقْصَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتَشْهَدَ فَأَتَيَ بِهِ فَعَرَفَهُ نِعْمَةٌ
فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتَشْهَدْتُ . قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لَأَنْ يُقالَ جَرِيءٌ . فَقَدْ قِيلَ . ثُمَّ أَمْرَ بِهِ فَسُحْبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى الْقِيَامَةِ فِي الدَّارِ
وَرَجُلٌ تَعْلَمُ الْعِلْمَ وَعَلِمَهُ وَقَرَا الْقُرْآنَ فَأَتَيَ بِهِ فَعَرَفَهُ نِعْمَةٌ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا
عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعْلَمْتُ الْعِلْمَ وَعَلِمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ . قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعْلَمْتُ الْعِلْمَ لِيَقَالَ عَالِمٌ . وَقَرَأْتُ الْقُرْآنَ
لِيَقَالَ هُوَ قَارِئٌ . فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أَمْرَ بِهِ فَسُحْبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى الْقِيَامَةِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ
الْمَالِ كُلِّهِ فَأَتَيَ بِهِ فَعَرَفَهُ نِعْمَةٌ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ ثُحبَ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا
". لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيَقَالَ هُوَ جَادٌ ، فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أَمْرَ بِهِ فَسُحْبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ الْقِيَامَةِ فِي الدَّارِ

”সুলাইমান ইবনু ইয়াসার রহিমাল্লাহ থেকে বর্ণিত-

তিনি বলেন, একদা লোকজন যখন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট থেকে বিদায় নিছিল, তখন সিরিয়াবাসী নাতিল (রহিমাল্লাহ) বললেন, হে শায়খ! আপনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট থেকে শুনেছেন এমন একখানা হাদিস আমাদেরকে শুনান। তিনি বলেন, হ্যাঁ! (শুনাবো)। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যার বিচার করা হবে, সে হচ্ছে এমন একজন যে শহীদ হয়েছিল। তাঁকে উপস্থিত করা হবে এবং আল্লাহ তা'আলা বলবেন, এর বিনিময়ে 'কী আমাল করেছিলে?' সে বলবে, আমি তোমারই পথে যুদ্ধ করেছি এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছো। তুমি বরং এ জন্যেই যুদ্ধ করেছিলে যাতে লোকে তোমাকে বলে, তুমি বীর। তা বলা হয়েছে, এরপর নির্দেশ দেয়া হবে। সে মতে তাকে উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহানামে নিক্ষেপ করা হবে। তারপর এমন এক ব্যক্তির বিচার করা হবে যে জ্ঞান অর্জন ও বিতরণ করেছে এবং কুরআন মাজীদ অধ্যয়ন করেছে। তখন তাকে হায়ির করা হবে। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রদত্ত নিয়ামতের কথা তাকে বলবেন এবং সে তা চিনতে পারবে (এবং যথারীতি তার স্বীকারোভিক্ষণ করবে।) তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, এত বড় নিয়ামত পেয়ে বিনিময়ে তুম কী করলে? জবাবে সে বলবে, আমি জ্ঞান অর্জন করেছি এবং তা শিক্ষা দিয়েছি এবং তোমারই সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কুরআন অধ্যয়ন করেছি। জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছো। তুমি তো জ্ঞান অর্জন করেছিলে এজন্যে যাতে লোকে তোমাকে জ্ঞানী বলে। কুরআন তিলাওয়াত করেছিলে এ জন্যে যাতে লোকে বলে, তুমি একজন কুরআনী। তা বলা হয়েছে। তারপর নির্দেশ দেয়া হবে, সে মতে তাকেও উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহানামে নিক্ষেপ করা হবে। তারপর এমন এক ব্যক্তির বিচার হবে যাকে আল্লাহ তা'আলা সচ্ছলতা এবং সর্ববিধ বিভু-বৈভুত দান করেছেন। তাকে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে প্রদত্ত নিয়ামতসমূহের কথা তাঁকে বলবেন। সে তা চিনতে পারবে (স্বীকারোভিক্ষণ করবে।) তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, 'এসব নিয়ামতের বিনিময়ে তুমি কী 'আমাল করেছো?' জবাবে সে বলবে, সম্পদ ব্যয়ের এমন কোন খাত নেই যাতে সম্পদ ব্যয় করা তুমি পছন্দ কর, আমি সে খাতে তোমার সন্তুষ্টির জন্যে ব্যয় করেছি। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছো। তুমি বরং এ জন্যে তা করেছিলে যাতে লোকে তোমাকে 'দানবীর' বলে অভিহিত করে। তা বলা হয়েছে। তারপর নির্দেশ দেয়া হবে। সে মতে তাকেও উপুড় করে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং জাহানামে নিক্ষেপ করা হবে।” (সাহিহ মুসলিম ই.ফা. ৪৭০, ই.সে. ৪৭১)

নিয়তের সব ধরণের সমস্যা এই হাদিসের মর্মের আওতাভুক্ত। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

আমরা আমাদের জিহাদি যাত্রার শুরুর দিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই হাদিসটি পড়তাম, যা ইমাম বুখারী রহিমাল্লাহ আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন:

مَنْ أَمْنَ بِاللَّهِ وَبِرُسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ التِّيْ وِلَدَ فِيهَا". فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تُنْشِرُ النَّاسُ. قَالَ "إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، أَرَاهُ فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ". قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ فُلْيَحٍ عَنْ أَبِيهِ "وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ"

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি যে ঈমান আনল, সালাত আদায় করল ও রম্যানের সিয়াম পালন করল সে আল্লাহর পথে জিহাদ করক কিংবা সীয়া জন্মাভূমিতে বসে থাকুক, তাকে জানাতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে যায়। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি লোকদের এ সুসংবাদ পেঁচে দিব না? তিনি বলেন, আল্লাহর পথের মুজাহিদদের জন্য আল্লাহ তায়ালা জানাতে একশটি মর্যাদার স্তর প্রস্তুত রেখেছেন। দু'টি স্তরের ব্যবধান আসমান ও জমিনের দূরত্বের ন্যায়। তোমরা আল্লাহর কাছে চাইলে ফেরদাউস চাইবে। কেননা এটাই হল সবচাইতে উন্নত ও সর্বোচ্চ জানাত। আমার মনে হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ-ও বলেছেন, এর উপরে রয়েছে আরশে রহমান। আর সেখান থেকে জানাতের নহরসমূহ প্রবাহিত হচ্ছে।" (সহিহ বুখারী ই ফা- ২৭৯০)

আমরা এ হাদিস পড়ে বিশ্বিত হতাম এবং আশা করতাম, আমরা যেন মুজাহিদগণের স্তরসমূহের সর্বোচ্চ স্তরে থাকি। তখন আমরা মুজাহিদগণের স্তরসমূহের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছার পদ্ধতি সম্পর্কে আলেমগণকে জিজ্ঞেস করলাম। আমাদেরকে উত্তরে বলা হল: এটা জিহাদের মধ্যে মুজাহিদগণের ইখলাস ও আমগের হিসাবে হবে। তার জিহাদের কাজে আমীর বা মাসুল হওয়া আবশ্যিক নয়। বরং একজন সৈনিক হয়েও সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছতে পারে।

এর প্রমাণ হল এই মহান হাদিস, যা আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন।
রাসূল বলেন:

تَعِسَ عَبْدُ الدِّيَنَارِ وَعَبْدُ الدَّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيسَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ تَعِسَ وَأَنْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلَا انتَفَشَ، طُوبَى لِعَبْدِ آخِدِ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَشْعَثَ رَأْسُهُ مُغْبَرَةً قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ، إِنْ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَعَ

"লাঞ্ছিত হোক দিনারের গোলাম, দিরহামের গোলাম এবং শালের গোলাম। তাঁকে দেওয়া হলে সন্তুষ্ট হয়, না দেওয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়। এরা লাঞ্ছিত হোক, অপমানিত হোক। (তাদের পায়ে) কাঁটা বিন্দু হলে কেউ তা তুলে দিবে না। এই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যে ঘোড়ার লাগাম ধরে জিহাদের জন্য প্রস্তুত রয়েছে, যার মাথার চুল এলোমেলো এবং পা ধূলিধূসরিত। তাঁকে পাহারায় নিয়োজিত করলে পাহারায় থাকে আর (সৈন্য দলের) পেছনে রাখলে পেছনেই থাকে। সে কারো সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে তাঁকে অনুমতি দেয়া হয় না এবং কোন বিষয়ে সুপারিশ করলে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হয় না।" (বুখারী ২৮৮৭, মিশকাত ৫১৬১)

ইবনুল জাওয়ী রহিমাল্লাহু বলেন: "সে হল এমন অখ্যাত ব্যক্তি, যিনি কোন সুখ্যাতি চান না।"

আল্লামা খালখালি বলেন: এর অর্থ হল, 'যা আদেশ করা হয়, তাই পালন করা এবং যেখানে রাখা হয়, সেখানেই থাকা, আপন স্থান ত্যাগ না করা। প্রহরা ও পিছনের অংশে থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেহেতু এ দু'টি কাজ সর্বাধিক কষ্টকর।'

তাই প্রিয় মুজাহিদ ভাই,

আপনি যদি আপনার আমীরের মধ্যে স্বজনপ্রীতি দেখতে পান, তাহলে স্মরণ করুন: (আমি) নিজে মুখলিস হই।

যদি এমন কাউকে আপনার উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়, যে হিজরত ও জিহাদের ক্ষেত্রে আপনার থেকে নবীন, তাহলে স্মরণ করুন: (আমি) নিজে মুখলিস হই।

যদি অন্যকে দেওয়া হয়, কিন্তু আপনাকে বঞ্চিত করা হয়, তবে স্মরণ করুন: (আমি) নিজে মুখলিস হই।

আপনার জিহাদি জীবনের, এমনকি আপনার সমগ্র জীবনের হায়ী স্নোগান যেন হয়:

((فُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَسُكُونِي وَمَحْيَايِي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ * وَبِذَلِكَ أُمْرُتُ وَأَنَا أَوْلُ الْمُسْلِمِينَ))

"আপনি বলুনঃ আমার নামায, আমার কোরবাণী এবং আমার জীবন ও মরন বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে। তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি প্রথম আনুগত্যশীল।" (সূরা আনআম ৬:১৬২-১৬৩)

আমাদের সর্বশেষ কথা: সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।